বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী নূরুল ইসলাম, পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বালোকাফা
মো. রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বালোকাফা
রাকিব হোসাইন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, বালোকাফা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
একেএম আজাদ সরকার
ডিসপ্লে অফিসার, বালোকাফা

আলোকচিত্র
মো: শফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার, বালোকাফা

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ০১৭৯০-০৪৩৭০৩
www.sonargaonmuseum.gov.bd

সূচি

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ০৭

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ০৮

১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৮

১.৩ কার্যাবলী ০৮

১.৪ চলমান সাংগঠনিক কাঠামো ০৯

১.৫ জনবল ১০

১.৬ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ ১০

১.৬.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ১০

১.৬.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ১০

১.৬.৩ নয়নাভিরাম লেক ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ১১

১.৬.৪ কারুপণ্য বিপনণ চত্বর/কারুপল্লী ১১

১.৬.৫ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১১

১.৬.৬ বৈশাখী উৎসব ও লোকমেলা ১২

২.০ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৩

২.১ মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ১৪

২.২ জয়নুল উৎসব ২০২২ ১৪

২.৩ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ১৪

২.৪ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ১৫

২.৫ লোক ও কারুশিল্পী পদক ১৫

২.৬ কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার ১৫

২.৭ কারুশিল্পী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৫

২.৮ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৬

২.৯ কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ ২০২৩ ১৬

২.১০ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন পরিদর্শন ১৭

২.১১ কারুপণ্য সংগ্রহ ১৭

২.১২ সংগৃহিত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন ১৮

২.১৩ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ ১৮
২.১৪ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন ১৮
২.১৫ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ ১৮
২.১৬ প্রশাসনিক কার্যক্রম ১৮
২.১৭ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০২৩ ২০
২.১৮ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয় ২০

৩.০ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা ২১
৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২২
৩.২ লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার ২২
৩.৩ কারুশিল্পী পাইলট জরিপ কর্মসূচির সম্প্রসারণ ২২
৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা ২২
৩.৫ নতুন প্রকল্প ২২
৩.৬ কারুশিল্প অনুশীলন চত্বর ২২
৩.৭ ফাউন্ডেশন অভ্যন্তরে এটিএম বুথ স্থাপন ২৩
৩.৮ বিআরটিসি বাস সার্ভিস ২৩
৩.৯ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ ২৩

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক: লোককারুশিল্প মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীদের তালিকা ২৪
পরিশিষ্ট-খ: লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা ২৫
পরিশিষ্ট-গ: অন্যান্য দিবস ও অনুষ্ঠান ২৬
পরিশিষ্ট-ঘ: পদকপ্রাপ্ত লোককারু শিল্পীদের তালিকা ২৮
পরিশিষ্ট-ঙ: ২০২৩ সালে ক্রয়কৃত কারুপণ্যের তালিকা ২৯
পরিশিষ্ট-চ: সংগৃহীত বইয়ের তালিকা ৩০
পরিশিষ্ট-ছ: বিনষ্টকৃত নথির তালিকা ৩২
পরিশিষ্ট-জ: শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন পরিদর্শন তালিকা ৩২
পরিশিষ্ট-ঝ: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব ৩৩
পরিশিষ্ট-ঞ: চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ৩৪

৪.০ আলোকচিত্র ৩৬

মুখবন্ধ

লোক ও কারুশিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবহমান বাংলার লোক সমাজই বাঁচিয়ে রেখেছে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এই বহতা ধারাকে। বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। তাই দেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসারের লক্ষ্যে এদেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের এক বছরের কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন '২০২২-২০২৩' প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বার্ষিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আগামী বছরগুলোতে ফাউন্ডেশনের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন যেমন; কারুশিল্পী, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারুশিল্প বিষয়ক ছাত্র ও গবেষকগণের জন্য প্রকাশনাটি কাজে লাগবে বলে আশা করছি।

প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন তথা বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প এবং কারুশিল্পীর অগ্রযাত্রায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

কাজী নূরুল ইসলাম
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

পরিচালনা বোর্ড

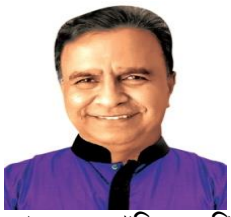

জনাব কেএম খালিদ এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন
মাননীয় সংসদ-সদস্য
মুন্সিগঞ্জ-২

লিয়াকত হোসেন খোকা
মাননীয় সংসদ-সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-০৩

অসীম কুমার উকিল
মাননীয় সংসদ-সদস্য
নেত্রকোণা-০৩

জনাব খলিল আহমদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মহাপরিচালক
মো: কামরুজ্জামান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মুহ. মাহবুবর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পো.

জনাব মো. রাহাত আনোয়ার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

মুহম্মদ নূরুল হুদা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি

	 অধ্যাপক নিসার হোসেন **ডীন, চারুকলা অনুষদ** **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**	 **মো. মিজানুর রহমান সিদ্দিকী** **যুগ্মসচিব, শাখা-৩** **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	 **মোহাম্মদ মাহমুদুল হক** **জেলা প্রশাসক** **নারায়ণগঞ্জ**	 শিল্পী হাশেম খান বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী
	 চন্দ্র শেখর সাহা বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী ও গবেষক	 **মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান** **উপসচিব (বাজেট-১)** **অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়**	 **মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল** সভাপতি, বিএফইউজে এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী	 পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও সদস্য-সচিব

১.০ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও যা প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতিবিজড়িত সোনারগাঁও এদেশের লোকশিল্প, লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের দিক থেকে সমৃদ্ধ। সোনারগাঁও এর কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল নির্মাণশৈলীর বৈচিত্র্যের জন্য দেশে-বিদেশে বেশ সমাদৃত। ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে অতীত স্মৃতিকে সামনে রেখেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে এবং আর্থিক সাহায্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন যা সোনারগাঁও জাদুঘর নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ সরকার এক প্রজ্ঞাপন বলে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৮ সনের ৬ মে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮ নং আইন) শিরোনামে আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য

অনুসন্ধান, সংগ্রহ, গবেষণা ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা।

১.৩ কার্যাবলী

(ক) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ;

(খ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা;

(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার ব্যবস্থা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(চ) দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও শিল্পীদের বিবরণ সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরি ও হালনাগাদ;

(ছ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীকে সহযোগিতা করা;

(জ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) লোক ও কারুশিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কসপ-এর আয়োজন;

(ঞ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;

(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী ও আর্ন্তজাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ঠ) স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব লোক ও কারুপণ্য জনপ্রিয়করণে বিপণন কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ড) সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে লোক ও কারুপণ্যের প্রসারে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(ঢ) উল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য করা।

১.৪ চলমান সাংগঠনিক কাঠামো

১.৫ জনবল

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কার্য তালিকা:

১. ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন।
২. লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
৩. মেলা, প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে প্রচার, প্রসার ও সচেতনা বৃদ্ধি।
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন, প্রসার।
৫. লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান।
৬. লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

পরিচালক ০৩ — ৫৫

- ১ X পরিচালক
- ১ X সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর(পিএ)
- ১ X অফিস সহায়ক

উপপরিচালক ০৩

- ১ X উপপরিচালক
- ১ X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১ X অফিস সহায়ক

কনজারভেশন অফিসার / কনজারভেশন শাখা ০২
- ১X কনজারভেশন অফিসার
- ১X ল্যাবরেটরি সহকারী

গবেষণা অফিসার / গবেষণা শাখা ০৩
- ১X গবেষণা অফিসার
- ১X রেজিস্ট্রেশন অফিসার
- ১X সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

ডিসপ্লে অফিসার / ডিসপ্লে শাখা ১৪
- ১X ডিসপ্লে অফিসার
- ২X গাইড লেকচারার
- ১X ফটোগ্রাফার
- ১X ছুতার মিস্ত্রি
- ৮+১X মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট

উপসহকারী প্রকৌশলী / প্রকৌশল শাখা ০২
- ১X উপসহকারী প্রকৌশলী
- ১X ইলেক্ট্রিশিয়ান

নিরাপত্তা অফিসার / নিরাপত্তা শাখা ১১
- ১X নিরাপত্তা অফিসার
- ১০X নিরাপত্তা প্রহরী

হিসাব শাখা ০৩
- ১X প্রধান অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক
- ১X হিসাব সহকারী
- ১X অফিস সহায়ক

প্রশাসন শাখা ১৪
- ১X উচ্চমান সহকারী
- ১X তত্ত্বাবধায়ক
- ১Xস্টোরকিপার
- ১X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১X অভ্যর্থনাকারী
- ২X ড্রাইভার
- ৩X মালী
- ১X অফিস সহায়ক
- ৩X পরিচ্ছন্নতাকর্মী

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র:নং:	পদের নাম	গ্রেড	স্থায়ীপদ	অস্থায়ী পদ	মোট পদ
১.	পরিচালক	৫ম	১	-	১
২.	উপপরিচালক	৬ষ্ঠ	১	-	১
৩.	সহকারী পরিচালক/ ডিসপ্লে অফিসার/ কনজারভেশন অফিসার/ রিসার্স/গবেষণা অফিসার	৯ম	৩	-	৩
	প্রথম শ্রেনির সর্বমোট=		৫	-	৫
৪.	রেজিস্ট্রেশন অফিসার/নিরাপত্তা অফিসার/উপসহকারী প্রকৌশলী	১০ ম	৩	-	৩
	২য় শ্রেনির সর্বমোট=		৩	-	৩
৫.	স্টেনোগ্রাফার(পিএ)/সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার/ফটোগ্রাফার গাইড লেকচারার	১১তম	৫	-	৫
৬.	প্রধান অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	-	১
৭.	উচ্চমান সহকারী/হিসাব সহকারী/স্টোর কিপার/তত্ত্বাবধায়ক	১৪তম	৪	-	৪
৮.	ড্রাইভার	১৫তম	১	-	১
৯.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/অভ্যর্থনাকারী/ইলেক্ট্রিশিয়ান/ ছুতার মিস্ত্রি/ড্রাইভার	১৬তম	৬	-	৬
১০.	ল্যাবরেটরি সহকারী	১৮তম	১	-	১
	৩য় শ্রেনির সর্বমোট=		১৮	-	১৮
১১.	মিউজিয়াম এটেনডেন্ট	১৯তম	৮	১	৯
১২.	গার্ডেনার/মালী/গার্ড/অফিস সহায়ক/পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০তম	২০	-	২০
	৪র্থ শ্রেনির সর্বমোট=		২৮	১	২৯
	সর্বমোট=		৫৪	১	৫৫

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদী

ক্র:নং	যানবাহন/যন্ত্রপাতির নাম	অনুমোদিত সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস	১

এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদ এবং সৃজিত স্থায়ী পদ- ৫৪টি (কালো কালিতে)
সৃজিত অস্থায়ী পদ-০১টি (সবুজ কালিতে)

(রবীন্দ্র গোপ)
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

(মাহবুবুর রহমান)
যুগ্ম সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(কবিরুল ইজদানী খাঁন)
যুগ্ম সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়

(উম্মুল হাছনা)
অতিরিক্ত সচিব (সওব্য)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ধরণ	সংখ্যা
অনুমোদিত মোট পদ	৭৫
রাজস্ব খাতভূক্ত স্থায়ী পদ	৫৫
রাজস্ব খাতভূক্ত নবসৃজিত অস্থায়ী পদ	২০
গ্রেড অনুযায়ী পদ বিন্যাস	
৬ষ্ঠ-৯ম গ্রেড	৬
১০ম গ্রেড	৩
১১তম - ১৮তম গ্রেড	২৩
১৯তম-২০তম গ্রেড	৪৩
কর্মরত কর্মচারী	
পুরুষ	৫৬
মহিলা	৫
মোট	৬১
শুন্য পদসংখ্যা	১৪

১.৬ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ

১.৬.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসাধারণ শিল্পমানসিকতা ও সপ্নময়-কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। উপমহাদেশের একজন বলিষ্ঠ স্বভাবশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোতে ছিল তার সক্রিয় অংশগ্রহণ। এছাড়া দেশের লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রকৃতি ও মানুষের জীবন সংগ্রাম তাঁর স্বকীয় অংকনশৈলীতে অনায়াসে মূর্ত করে তুলে ছিলেন তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি ছিলেন জনমানুষের শিল্পী। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশনের নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে নামকরণ করা হয়। এ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরটিতে ক) নিপুণ কাঠখোদাই গ্যালারি খ) জামদানি, টেরাকোটা ও পাথর শিল্প এবং নকশিকাঁথা গ্যালারি গ) তামা-কাঁসা, লোক অলংকার ও লোকবাদ্যযন্ত্র শীর্ষক ৩টি গ্যালারি রয়েছে।

১.৬.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বড় সরদারবাড়ি বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাংলার স্থাপত্যশৈলীর প্রায় সব নিদর্শন যেন একসাথে গাথা এই নান্দনিক বাড়িটিতে। প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো বাড়িটির অন্যতম সত্ত্বাধিকারী ছিলেন শ্রী গোপীনাথ সরদার। ধারণা করা হয় তাঁর নাম অনুসারে এ বাড়িটাকে সরদারবাড়ি নামে অভিহিত করা হয়। এর আয়তন প্রায় ২৭ হাজার ৪০০ শত বর্গফুট এবং মোট ৮৫টি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো চমৎকার স্থাপত্যশৈলী ও কারুকার্যময় ভবনটির যেমন: লতা, ফুল, পাখি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি সবমিলে চমৎকার এক স্থাপত্য।

আর এ স্থাপত্যশৈলী কালের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে বসেছিলো। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কোম্পানীর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রায় বিশ কোটি টাকা ব্যয় করে বাড়িটির রেস্টোরেশন কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় ৫ বছরের প্রচেষ্টায় রেস্টোরেশনের মাধ্যমে বড় সরদারবাড়িটি তার হারানো ঐতিহ্য/জৌলুস ফিরে পেয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেস্টোরেশনকৃত সরদারবাড়ির শুভ উদ্বোধন করেন। এটি পরিদর্শনে দেশি দর্শনাথীদের জন্যে প্রবেশ ফি একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকগণের দুইশত টাকা।

১.৬.৩ নয়নাভিরাম লেক ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ১৬৮ বিঘা বিশাল আয়তনের মনোমুগ্ধকর সবুজ চত্বরের বিস্তৃত জায়গা জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক যার চারপাশে সবুজের সমারোহ। লেকের দু'পাশ দিয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির ঔষধি ফুল ও ফল গাছ। বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, গোলাপজাম, হিজল, জারুল, কদম, বকুল, সোনালু, অর্জুন,গর্জন, শিমুল, পলাশ, আমলকি, হরিতকী, বহেড়া, চন্দন, কাঠবাদাম, জাফরান, হৈমন্তী, মহুয়াসহ ইত্যাদি বৃক্ষসমূহ। আর এ সকল বৃক্ষরাজিতে বসবাসরত শালিক, কোকিল, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, টিয়া, দোয়েল, শ্যামার মত বৈচিত্র্যময় পাখিদের কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন চত্বর। লেকের জলে লাল, সাদা শাপলা ও শালুক ফুটে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। যা দর্শনার্থীদের প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনের সুযোগ করে দেয়। আবার শীতকালে শীতপ্রধান দেশ থেকে অতিথি পাখির সমাগমও ঘটে এই লেকে। প্রায় ৫২ বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণ ও বড়শিতে মাছ শিকারের ব্যবস্থাও রয়েছে।

১.৬.৪ কারুপণ্য বিপণন চত্বর/ কারুপল্লী

ফাউন্ডেশনে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নির্মিত হয়েছে কারুপল্লী বিপণন স্টল। কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্য বিকিকিনির জন্য নির্মিত হয়েছে ৪৮টি বিপণন স্টল। স্টলগুলো বিভিন্নফুল, পাখি, নদী এবং বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকগণের কাব্যগ্রন্থের নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্টলগুলোতে কারুশিল্পীরা সরাসরি তাদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন সামগ্রী যেমন: জামদানি,নকশিকাঁথা, শখের হাঁড়ি, কাঠের পুতুল, শীতলপাটি, শোলার কারুপণ্য, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র সুলভমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশের কারুশিল্পী ও কারুশিল্প দেশের গন্ডিপেরিয়ে বিশ্ব-দরবারে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পাবে।

১.৬.৫ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রসারে ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন। লোকজ উৎসব ও মেলা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান। আবহমান বাংলার লৌকিক সমাজের সামাজিক প্রথা হিসেবে লোকজ উৎসব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পথ ধরে আজ অবধি বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে আয়োজন করা হয় লোকজ উৎসব ও মেলা। সেই লক্ষ্যে এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর পরিচিত তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোককারুশিল্প মেলার আয়োজন করে থাকে। গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উদযাপিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কারুশিল্পীরা এ মেলায় এসে তাদের তৈরিকৃত লোককারুপণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন। মেলায় আগত দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের কারুপণ্য উৎপাদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি চত্বরে কারুশিল্পীদের কর্মময় জীবনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাসব্যাপী লোকজ উৎসব আয়োজনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালায় ছিল জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, বাউল গান, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজী কালুর পালা, মহুয়া পালা, চম্পাবতীর পালা এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য, লোক ছড়াপাঠের

আসর, পুঁথি পাঠের আসর ইত্যাদি বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা। লোককারুশিল্প মেলায় অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা এবং অনুষ্ঠানমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-ক ও খ তে দ্রষ্টব্য।

১.৬.৬ বৈশাখী উৎসব ও লোকমেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে প্রতিবছর বাংলা বর্ষবরণ তথা বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীগণ ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য বর্ষবরণের আনন্দযজ্ঞ উপভোগ করে থাকেন। এ বছর বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। ১৬ দিনব্যপী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. আবুল মনসুর। মেলায় আগত দর্শনাথীদের জন্য ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নির্দশন হিসেবে জামদানি শাড়ীর বিশেষ প্রর্দশনী ও বিভিন্ন কারুপণ্যের প্রদর্শন ও বিপণনের আয়োজন করা হয়।

২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক লোকসঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প। লোকসঙ্গীতের আবেদন চিরন্তন। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূলে রয়েছে মাটির ছোঁয়া। গ্রামবাংলার মাটির মানুষের হৃদয়ের কথকথা লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়। এদেশের লোকসঙ্গীত গণমানুষের হৃদয়লোক থেকে উঠে আসে। হৃদয় লোকেই তার আবেদন। লোকসংগীত বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যে মানুষের মনের কথা প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি মিশে আছে। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে দেশের গণমানুষের হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার প্রয়াসে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০২৩ উপলক্ষ্যে নানা ধরণের অনুষ্ঠানমালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের আছে জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, শাহ আব্দুল করিমের গান, বাউলগান এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভান্ডার থেকে বাউলগান, পালাগান নাটক লোকসঙ্গীত লোক নৃত্যনাট্য, পুঁথি পাঠের আসর ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়। এ বছর মেলার প্রধান আকর্ষণ 'নকশিকাথা ও কর্মময় কারুশিল্পীদের আলোকচিত্র" এর বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। একই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬৪ জন প্রথিতযশা কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য এ মেলায় মোট ১০০ টি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে হস্তশিল্পের ১৭টি, পোশাক/জামদানি ২১টি, খাবার পানীয় এবং মিষ্টির স্টল ১৮টি, উদ্যোক্তা ১২টি স্টল এবং মেলা প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ৬৪ জন প্রথিতযশা কারুশিল্পীকে তাদের স্বহস্তে কারুশিল্প তৈরি, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ ৩২টি স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে দ্রষ্টব্য
লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা পরিশিষ্ট-খ তে দ্রষ্টব্য
অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দ্রষ্টব্য

২.২ জয়নুল উৎসব ২০২২

আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ ও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ চত্বরে 'জয়নুল উৎসব ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। জয়নুল উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডা. দীপু মনি এম.পি. এবং সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মো. আখতারুজ্জামান। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিল্পাচার্য জয়নুল উৎসবে আর্থিক অনুদান বাবদ এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

২.৩ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী আয়োজিত *বাংলাদেশের রিকশাচিত্র: উৎস অনুপ্রেরণা চর্চা* শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনী গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলন (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক বাবুল মিয়া এবং চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নিসার হোসেন।

২.৪ শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা ২০২৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারুশিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টকর্মকে মূল্যায়নের মাধ্যমে এ শিল্পকে সজীব রাখা এবং এ শিল্পে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। দেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প শীতলপাটি তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মৌলভীবাজার জেলার শীতল পাটি শিল্পী জনাব গীতেশ চন্দ্র দাসকে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়। এ পুরস্কার সূচক পদকপ্রাপ্তকে ১.৫ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক, একটি সম্মানসূচক প্রত্যয়নপত্র এবং সম্মাননা স্বরূপ তিন লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

২.৫ লোক ও কারুশিল্পী পদক ২০২৩ প্রদান

আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। কারুশিল্পীদের কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম কারুশিল্পী পদক প্রদান। কারুশিল্পের পৃষ্টপোষণ এবং এর বিকাশের লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে ফাউন্ডেশন ' লোক ও কারুশিল্পী পদক' প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেই লক্ষ্যে গত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে 'লোক কারুশিল্প পদক ২০২৩' প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে (১) পাটজাত কারুশিল্প মাধ্যমে জনাব মোছা: রাশিদা বেগম। (২) রিক্সা পেইন্টিং কারুশিল্প মাধমে জনাব রফিকুল ইসলাম। (৩) রেশম ও অন্যান্য তাঁতশিল্প মাধ্যমে জনাব রেহানা পারভীন মোট ৩ জন কারুশিল্পীকে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'লোক কারুশিল্প পদক ২০২৩' প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ এক লক্ষ টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ২৫ জন কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশল্পীদের তালিকা পরিশিষ্ট ঘ তে দ্রষ্টব্য।

২.৬ কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান

এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ,সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনই এ ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার একটি অন্যতম কর্মসূচি। কারুশিল্পীগণ কর্তৃক উৎপাদিত কারুপণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন স্বরূপ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নকশিকাঁথা ক্যাটাগরিতে জনাব পারভীন আক্তার, এবং খাদি কাপড় মাধ্যমে জনাব সানাই দাশ গুপ্তকে 'লোক ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়।

২.৭ কারুশিল্পী ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কারুশিল্পীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীরাই

এদেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তাঁরা সৃষ্টি করেছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। পল্লী অঞ্চলের কারুশিল্পীদের উৎপাদন শৈলীর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সমুজ্জল করতে আগ্রহী ভূমিকা পালন করবে। এরই অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জামদানি শিল্পের উপর মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ, কক্সবাজার এবং সেন্টমার্টিনে শাখা-ঝিনুক তথা ঝিনুক কারুশিল্প তৈরি, নকশা, রপ্তানি ও বিপণন চর্চায় নিয়োজিত শিল্পী এবং উদ্যোক্তাবৃন্দের চারদিনের প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া কারুশিল্পী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উন্নয়ন ও বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্প সংরক্ষণে উদ্যোক্তা শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কারুশিল্পী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৩৮ জন কারুশিল্পী ও ২০ জন উদ্যোক্তাসহ মোট ৮৬ জন মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে বিগত তিন বছরে কারুশিল্পের মান উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন জেলায় কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে সর্বমোট ২৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৮ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা ৯২টি। এ অর্থবছরে প্রকাশনার ধারাবাহিকতা স্বরূপ দুইটি পাণ্ডুলিপি, পুস্তক এবং দুইটি লোকশিল্প পত্রিকা (ডিসেম্বর-২০২২ ও জুন ২০২৩) ও স্মরণিকা-২০২৩ প্রকাশ করা হয়। যা ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশনে আগত গবেষনা কাজে নিয়োজিত গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ:

- ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্প: ডিজাইন বৈচিত্র্যে সার্বিক পর্যালোচনা
  সম্পাদক: ড. ফারজানা আহমেদ
  প্রকাশকাল: জুন ২০২৩
- বাংলাদেশের রিকশাচিত্র: উৎস অনুপ্রেরণা চর্চা
  সম্পাদক: দীপ্তি রানী দত্ত
  প্রকাশকাল: জুন ২০২৩
- স্মরণিকা: লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩
  সম্পাদক: পরিচালক, বালোকাফা
  প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২৩
- লোকশিল্প পত্রিকা
  প্রকাশকাল: ২০২২-২০২৩ খ্রি.

২.৯ কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ ২০২৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্মের জরিপ ও দলিলীকরণ কাজ পরিচালনা করা। এর অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া, শ্রীনগর, লৌহজং, টংগীবাড়ি এবং নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ও বন্দর উপজেলায় জরিপ কাজ পরিচালিত হয়। এ জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ছয়জন খণ্ডকালীন জরিপকারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত স্থানে জরিপকারীগণ জরিপ ও

দলিলীকরণ কাজ পরিচালনা করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে দেখা যায় উল্লিখিত উপজেলাতে ১৫টি কারুশিল্প মাধ্যমের কারুপণ্য প্রস্তুত করা হয়। যার মধ্যে নিবন্ধিত কারুশিল্পীর সংখ্যা ১৮৬ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কারুশিল্পী ও নারী কারুশিল্পী সংখ্যা যথাক্রমে ১৩২ ও ৫৪ জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারুশিল্পীর সংখ্যা ৮ এবং তাদের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত কারুশিল্পী হচ্ছে তিনজন।
প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

"মুন্সিগঞ্জ জেলার কারুশিল্প সমৃদ্ধ চারটি উপজেলা-গজারিয়া, শ্রীনগর, টংগীবাড়ি ও লৌহজং। এসব অঞ্চলে কারুশিল্পের কাজ তুলনামূভালকভাবে কম হলেও বেশ কিছু কারুশিল্প লক্ষ্য করার মত। জরিপে দেখা যায় শ্রীনগর ও টংগীবাড়ি উপজেলার বেশিরভাগ মানুষ শহরমুখী এবং নানা ধরনের ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। আবার এসব অঞ্চল নদী এলাকায় হওয়ার কারনে অনেক মানুষ মৎস্য শিকার তথা জেলে ও নদীর প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি অনুশীলন হচ্ছে মৃৎশিল্পের ও নৌ শিল্পের। এখানকার বেশকটা গ্রামে নানা ধরনের মাটির কাজ হচ্ছে। তাদের মৃৎশিল্পে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ও কাজে নান্দনিকতা রয়েছে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী দইয়ের হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার ঝাঁঝর, ভাত খাওয়ার সানকি, গামলা, ফুলদানি, ফুলের টপ, গৃহসজ্জার নানা রকম শোপিচ। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্লেট ডিনার সেট, কাপ প্রিজ, পেয়ালা, নানা আকারের মাটির পুতুল সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই এলাকাতেই কারুশিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎকারুশিল্প তৈরির পাশাপাশি টেরাকোটা নির্মাণ করছেন। পাশাপাশি কিছু অংশ বাঁশ-বেত, ছুতা, নৌ, ধাতব শিল্প, কাসা-পিতল, নকশিকাঁথা, কুটিরশিল্প ও পাটিশিল্প এবং দারুশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এই অঞ্চলের কারুশিল্পীদের আরও একটি চমৎকার কাজ তাদের মেয়েদের মাটির তৈরি টেপাপুতুল যে পুতুলে লক্ষ্য করা যায় লোকজ বাংলার মোটিফ। গ্রাম বাংলার নব-বধু, তাদের বিয়ে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার লোকগাথা কাহিনী। এই টেপা পুতুলের চাহিদা দেশ জুড়ে। দেশের বাইরেও এর চাহিদা ব্যাপক। বাংলাদেশের চিরাচরিত মূল কারুশিল্পের নির্মাণ কৌশলে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়।
মুন্সিগঞ্জের পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলাকে বলা যায় তাঁত শিল্পের আঁতুরঘর। এই উপজেলার বেশিরভাগ মানুষ তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত। তাঁতশিল্পের মধ্যে রয়েছে জামদানি শাড়ি, গামছা, থ্রি পিচ ইত্যাদি। তবে এ শিল্পের পাশাপাশি মোটামুটি বাঁশ-বেত, শোলা, দারু, সুতা ও বাদ্যযন্ত্রও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বন্দর উপজেলায় নৌশিল্পের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানকার বাঁশ-বেতের কাজের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরার চাঁই, দোয়াইর, পলো ইত্যাদি। এছাড়া আরো তৈরি হয় ঝাঝড়, মাথাইল এবং ঘর সাজানোর বিভিন্ন শো-পিচ সামগ্রী। বিশেষ করে মাছ ধরার চাঁই ও পলো দেশের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। চাঁই তৈরির প্রধান উপকরণ বাঁশ। তারা এই বাঁশ চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলা হতে সংগ্রহ করেন। বর্ষাকালে বাঁশের কারুশিল্প বিক্রি হয়। কারুশিল্পীরা সারা বছরই এই বাঁশ শিল্প তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। বর্তমান কারুপণ্যের বিলুপ্তির অন্যতম চিহ্নিত সমস্যা হচ্ছে প্লাস্টিক পণ্যের আর্বিভাব। তাছাড়া কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে কারুশিল্পীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। কারুশিল্পীদের কারুপণ্য তৈরি করতে যে পরিমাণ অর্থ এবং শ্রম ব্যয় হচ্ছে সেই পরিমাণ লভ্যাংশ তারা পায় না। এতে করে তাদের কারুপণ্য তৈরি করা বাদ দিয়ে অন্যান্য পেশা বেঁছে নিতে হচ্ছে। কারুশিল্পীদের তাদের পেশা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে ঋণের সুযোগ না থাকা। তাই তাদের আর্থিক অনুদানসহ সহজ শর্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এখানকার কারুশিল্পীদের কিছুটা সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত অঞ্চলের কারুশিল্প ও শিল্পীকে স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত রাখার বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.১০ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন পরিদর্শন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও সম্মাননা প্রদান, দুলভ ও বিলুপ্তপ্রায় কারুপণ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজ করে আসছে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রজন্মের কাছে লোক ও কারুশিল্প সর্ম্পকে ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে মোট ছয়শত পনেরো জনকে বিনামূল্যে ফাউন্ডেশন, বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শনসহ দুপুরের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ফাউন্ডেশনে আগত দশটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা পরিশিষ্ট-জ তে দ্রষ্টব্য।

২.১১ কারুপণ্য সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রতিবছর নিদর্শন দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৭ টি লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত নির্দশনের তালিকা পরিশিষ্ট ঙ তে দ্রষ্টব্য।

২.১২ সংগৃহীত কারুপণ্যের ডকুমেন্টেশন

সংগৃহিত নির্দশন দ্রব্যের মধ্য থেকে ১৪৩টি দানকৃত নিদর্শন, লৌহজাত ১২৭টি, ২৩১টি মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথার ২০০টি, পটশিল্প-শঙ্খ-মুখোশ এর ৪২টিসহ মোট ৭৪২টি নিদর্শনের ক্যাটালগ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া লোক ও কারুশিল্পের ৬৭টি নিদর্শন সংগ্রহ এবং ২০৬টি নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়া ফাউন্ডেশনের থাকা অন্যান্য নিদর্শনের ক্যাটালগ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

২.১৩ জাদুঘরের গ্যালারি সজ্জিতকরণ

জাদুঘর গ্যালারির নিদর্শনের এক্সেশন কার্ড নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘর ভবনের প্রধান ফটকের স্যুভিনির শপ কারুপণ্য চত্বরে স্থানান্তর করে সেই স্থানটিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দূর্লভ কিছু আলোকচিত্র প্রদর্শন করে জয়নুল কর্নার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও দারুশিল্পের ১৫ টি নিদর্শন পরিবর্তন করে প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমের ৮৩১ টি নিদর্শন দ্বারা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরটি দর্শনার্থীদের জন্য আরো চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে।

২.১৪ দর্শনার্থী কর্তৃক জাদুঘর পরিদর্শন

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সাতলক্ষ একত্রিশ হাজার দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী আটানব্বই হাজার পাঁচশত নব্বই জন, বিদেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা তিন হাজার একশত ষাট জন এবং ষাট হাজার নয়শত পঁচানব্বই জন বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করেন।

২.১৫ পুস্তক ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে লোক ও কারুশিল্প, লোকসংস্কৃতির ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক এবং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-চ তে দ্রষ্টব্য।

২.১৬ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের আলোকে ফাউন্ডেশনের প্রধান গেইটে দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য প্রবেশ ফি ব্যবস্থা অটোমেশন করা হয়েছে; গত ২৬ মার্চ থেকে ক্লাউড বেইজড অনলাইন/অফলাইন (ই-টিকিট সেবা) সফটওয়্যারের মাধ্যমে টিকিট বিক্রয়ের কার্যক্রম চালু হয়।
- গত ০২ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০২৩ প্রকাশিত হয়।
- বালোকাফার প্রশাসনিক কাজে ডি নথীর ব্যবহার কার্যক্রমের রির্পোট অনুসারে নথী ব্যবহারের শতকরা হার ৯৫.৫৭।
- হিসাব শাখার কাজে গতিশীলতা আনয়ন ত্বরান্বিত করা ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় সকল কাজ ১ জুলাই ২০২২ থেকে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।
- ফাউন্ডেশনের সকল ওয়েবসাইট হালনাগাদের পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও স্টোর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাবলী ডিজিটালাইজড বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্টোরের মালামাল গ্রহণ ও প্রদানের কাজ স্টোর ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্নের কার্যক্রম চালু হয়।
- ফাউন্ডেশনের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে ১০টি ফুল বাগানের সেড নিমার্ণ করা হয়। পাশাপাশি কারুপণ্য চত্বরে ড্রাগন ফলের বাগানের জন্য একটি সেড তৈরি করা হয় এবং লেক ও পুকুর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্ধারিত কমিটিকে প্রতি তিন দিন পর পর কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- গত অর্থবছরে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আজীবন সম্মাননা, লোক ও কারুশিল্পী পদক প্রদান নীতিমালা, লোক ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার নীতিমালার আলোকে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।
- ফাউন্ডেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন শ্রেণির পুরনো নথি বিনষ্ট করা হয়। বিনষ্টকৃত নথির তালিকা পরিশিষ্ট-ছ তে দ্রষ্টব্য।
- গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রকাশিত হয়।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশন আয়োজিত ০২টি (১২৫ ও ১২৬ তম) বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে (১) ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্ত ছোট সরদারবাড়ি ভবনটির রেস্টোরেশন কাজ সম্পন্ন করে ফাউন্ডেশনকে হস্তান্তর করার সিধান্ত গৃহিত হয়েছে (২) জেলা প্রশাসকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফাউন্ডেশনের অনুকুলে ৬ একর জমির দখল পূর্বক দ্রুত গেজেটভুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য পরিচালককে অবহিত করা হয় (৩) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনস্ত পানাম নগর ও ফাউন্ডেশনের মধ্যবর্তী চিহ্নিত জমিতে অবস্থিত অবকাঠামোর হিসাব এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করে অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় (৪) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে (৫) ফাউন্ডেশনের ২৭টি দৈনিক-ভিত্তিক পদসমূহকে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে রুপান্তরকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আলোচ্য অর্থ বছরে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ফাউন্ডেশনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা, শুদ্ধাচার পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেকের করণীয় নির্দিষ্ট করে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন মাধ্যমে আউটসোর্সিংয়ে ৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অবসর গ্রহণ করেছেন ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশন অফিসার জনাব ইয়ামিন খান এবং ল্যাবরেটরী সহকারী জনাব জহিরুল ইসলাম।
- ফাউন্ডেশনের উপসহকারী প্রকৌশলী পদ শূন্য থাকায় উক্ত পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া কাজ চলমান রয়েছে।
- ফাউন্ডেশনের মৌসুমী ফলের টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিলাম করা হয়।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বছরে কমপক্ষে ৪০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন।

২.১৭ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০২৩

অভ্যন্তরীণ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	সময়কাল	প্রশিক্ষণ স্থান
১	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ	৩১ জুন ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
২	জামদানি মাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রশিক্ষণ	২৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা এবং মাস্টার ক্রাফটসম্যান	দিনব্যাপী	লাইব্রেরির দ্বিতীয় তলায়
৩	লোককারুশিল্প বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কারুশিল্প উদ্যোক্তাগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
৪	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বিষয়ক কর্মশালা	১০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	কক্সবাজার
৫	কক্সবাজারের শাখা-ঝিনুক কারুশিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন এবং	৮-৯ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা ও কর্মচারী কারুশিল্পীগণ	দুই দিনব্যাপী	কক্সবাজার

	বাজার সম্প্রসারণ				
৬	কারুশিল্পী কর্মশালা	১১-১২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা ও কারুশিল্পীগণ	দুই দিনব্যাপী	সেন্ট মার্টিন
৭	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মশালা	১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
৮	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১৫ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
৯	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কর্মচারীদের আচরণ বিধিমালা বিষয়ক কর্মশালা	০৬ মে ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	লাইব্রেরি সভাকক্ষ
১০	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	০৩ মে ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
১১	সিটিজেন চার্টার বিষয়ক কর্মশালা	৭ জুন ২০২৩ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
১২	তথ্য অধিকার আইন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা	১১ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.	সংশ্লিষ্ট কর্মকতা কর্মচারীগণ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ
১৩	বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: জাতীয় ইনভেন্টরি প্রস্তুত ও বিষয়ক কর্মশালা	২০-২১ জুন ২০২৩ খ্রি.	বালোকাফা ও জাতীয় জাদুঘরের কর্মকতা কর্মচারীবৃন্দ	দুই দিনব্যাপী	লাইব্রেরি সভাকক্ষ
১৪	বালোকাফা কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৩ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.	বালোকাফা কর্মকতা কর্মচারীবৃন্দ	দিনব্যাপী	ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ

২.১৮ বাজেট ও প্রকৃত আয়-ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সর্বমোট বাজেট প্রাক্কলন ছিল আট কোটি নব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা তিন কোটি আটাশি লক্ষ ষাট হাজার টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় চার কোটি তিয়াত্তর লক্ষ দশ হাজার চৌষট্টি টাকা। উক্ত অর্থ বছরে সর্বমোট ব্যয় হয় সাত কোটি এগারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পরিশিষ্ট ছ-তে দ্রষ্টব্য।

৩.০ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

৩.১ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্পের বিকাশে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১, Sustainable Development Goals এর আলোকে দশ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের রূপকল্প অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে **প্রণিতব্য** উক্ত কৌশলগত ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩.২ লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার

বাংলাদেশ সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ হলো স্মার্ট সোসাইটি তৈরি করা। স্মার্ট সোসাইটির প্রাথমিক ভিত্তি বলা চলে ডিজিটাল লাইব্রেরিকে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে লোক ও কারুশিল্পের উপর গবেষণার প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। এখানে গবেষণাধর্মী গ্রন্থসহ জার্নাল, ম্যাগাজিন, মেলা ও লোকজ উৎসবের ডকুমেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে। কারুশিল্পী এবং কারুশিল্প অনুরাগী, গবেষক, কলামিস্ট, পাঠকদের বিষয় বিবেচনা করে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত গ্রন্থসমূহকে অনলাইন ও অফলাইন সেবার পাশাপাশি ডিজিটাল ফরমেটে প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে গবেষকগণ দেশ ও বিদেশের লোক ও কারুশিল্প সম্পর্কে গবেষণাকর্ম ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে স্মার্ট সোসাইটি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৩.৩ কারুশিল্পী পাইলট জরিপ কর্মসূচির সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছর কারুশিল্পী পাইলট জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের ৬টি উপজেলায় এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারুশিল্পীর আধিক্যতা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে একাধিক জেলা ও উপজেলাকে নির্বাচন করে এ কর্মসূচির সম্প্রসারণ করা হবে।

৩.৪ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা বাস্তবায়ন করে। ইত্যেমধ্যে ফাউন্ডেশনের সাথে ছয়জন গবেষকের ছয়টি বিষয়ে গবেষণার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের এ ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৫ নতুন প্রকল্প

'বাংলাদেশ লোককারুশিল্প গবেষণা ও সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অদক্ষ কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গুনগত মানসম্পন্ন কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহ প্রদান, লোককারুশিল্পের উপর গবেষণা প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় আনুমানিক ১৬.১০ (ষোল কোটি দশ লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পানাম নগরীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি জীবন্ত কারুশিল্পগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের ভূমি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে ভূমি অধিগ্রহণ (প্রায় ৩ একর) কার্যক্রম চলমান।

৩.৬ কারুশিল্প অনুশীলন চত্বর

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে আগত দর্শনার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশু-কিশোর। ফাউন্ডেশনের ১২৫ তম বোর্ড সভায় নীতিগত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি কারুশিল্প চত্বর করার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত চত্বর বাস্তবায়ন হলে কর্মরত কারুশিল্পীদের লোক ও কারুশিল্প তৈরির কার্যক্রমটি শিশু দর্শনার্থীদের জন্য পর্যবেক্ষণ ও ডেমুনেস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে এবং তাদের এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা লাভের পাশাপাশি পাঠ্যক্রমের অনুশীলন সহজতর হবে।

৩.৭ ফাউন্ডেশন সংলগ্ন এটিএম বুথ স্থাপন

প্রতিদিন হাজারো দর্শনার্থীর আগমনে মুখরিত থাকে ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণ। ফাউন্ডেশনে আগত দেশি-বিদেশী দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে এটিএম বুথ স্থাপন করা হবে। এতে করে দর্শনার্থীদের কারুপণ্য চত্বর তথা স্টল ও স্যুভিনির শপ থেকে কারুপণ্য ক্রয়-বিক্রয়সহ বিল পেমেন্টে সুবিধা হবে।

৩.৮ বিআরটিসি বাস সার্ভিস

ঢাকা থেকে ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের আসা যাওয়ার সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করে শাহবাগস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে বাস চলাচলের বিষয়ে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

৩.৯ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ভুবনের অনন্য ও বৈচিত্র্যময় উপাদান কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম। এর মাধ্যমে বাংলার জনমানুষের কর্মকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্যতা ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম বাজারজাতকরণের নিমিত্তে বেশ কিছু কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কারুশিল্পীদের উৎপাদিত কারুপণ্য অনলাইনে বিক্রির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং এই শিল্পের বৈশ্বিক প্রসারে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কারুশিল্পীদের তৈরি কারুপণ্যের ব্র্যান্ড এর পরিচিতি তুলে ধরার নিমিত্ত কারুশিল্পী বাতায়নে অনলাইন মার্কেট প্লেস শিরোনামে কারুপণ্যের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

লোককারুশিল্প মেলা ২০২৩ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা

ক্র.নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণি	জেলা	ক্র.নং	শিল্পীর নাম	শ্রেণি	জেলা
০১	মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল সঞ্জয় কুমার পাল	মৃৎশিল্প (শখের হাঁড়ি)	রাজশাহী	১৬	রীতা রানী সূত্রধর বাসন্তী রানী	নকশি হাতপাখা	নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁও
০২	আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর	কাঠের হাতি-ঘোড়া	নারায়ণগঞ্জ	১৭	হরিদাস চন্দ্র পাল খোকন পাল	মৃৎশিল্প (খেলনা পুতুল)	কিশোরগঞ্জ
০৩	মো. আব্দুল জব্বার মো. জালাল মিয়া	জামদানি	সোনারগাঁও	১৮	সুনীল চন্দ্র পাল আরতি রানী পাল	মৃৎশিল্প	কিশোরগঞ্জ
০৪	হোসনে আরা বেগম পারভীন আক্তার	নকশিকাঁথা	সোনারগাঁও চাপাইনবাবগঞ্জ	১৯	বাপ্পারাজ উদ্দিন মানিক সরকার	হাতপাখা তামা-কাসা-পিতল	চট্টগ্রাম মানিকগঞ্জ
০৫	অরুন চন্দ্র দাস সুধন্য চন্দ্র দাস	শীতলপাটি ও লক্ষ্মীসরা	মৌলভীবাজার নারায়ণগঞ্জ	২০	আনোয়ার হোসেন আমেনা খাতুন	শতরঞ্জি শিল্প	রংপুর
০৬	ফিরোজ মিয়া ময়না খাতুন	লোকবাদ্যযন্ত্র	বগুড়া কুমিল্লা	২১	শাহজাহান মিয়া শাকিল মিয়া	বাঁশ-বেত শিল্প	টাঙ্গাইল
০৭	নিখিল চন্দ্র মালাকার মিতালী রানী মালাকার	শোলাশিল্প	মাগুড়া নওগাঁ	২২	দীপন বিশ্বাস সুকান্ত চন্দ্র বিশ্বাস	লৌহজাত শিল্প	সোনারগাঁও
০৮	গলিবালা অবিনাশ রায়	বাঁশ-বেতশিল্প	ঠাকুরগাঁও	২৩	সবিতা রানী মুদি আলেয়া আক্তার	শীতলপাটি ও সূচিশিল্প	মুন্সিগঞ্জ সোনারগাঁও
০৯	রেহেনা পারভীন রুমা আক্তার	মনিপুরী কারুশিল্প	সিলেট	২৪	বাবু মগ উসাগ্য মগ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্প	খাগড়াছড়ি
১০	গীতেশ চন্দ্র দাস অজিত কুমার দাস	নকশি শীতলপাটি	মৌলভীবাজার	২৫	ওমর ফারুক কমল সরকার	খেলনা টমটম ও বাঁশি	নওগাঁ ঝিনাইদহ
১১	মোরশেদা আক্তার রাশিদা বেগম	পাটজাত শিল্প	সোনারগাঁও রংপুর	২৬	সুবোধ কুমার পাল অজিত কুমার পাল	মৃৎশিল্প	কিশোরগঞ্জ
১২	পরেশ চন্দ্র দাস আমিনুল ইসলাম	বাঁশ-বেত শিল্প	সোনারগাঁও গাজীপুর	২৭	ফিরোজা বেগম একাব্বর আলী	পাটজাত শিল্পী	রংপুর
১৩	নিমাই মালাকার বিশ্বনাথ মালাকার	শোলা শিল্পী	নওগাঁ ঝিনাইদহ	২৮	রতন কুমার পাল রফিকুল ইসলাম	পটচিত্র শিল্পী দারুশিল্পী	রাজশাহী সোনারগাঁও
১৪	রমজান আলী শিল্পী আক্তার	শতরঞ্জি	রংপুর	২৯	আরফা খাতুন তানিয়া আক্তার সূচি	হাতপাখা পুতুল শিল্পী	ঢাকা
১৫	মো. নুরুল ইসলাম মো. আব্দুস সালাম	ঝিনুক শিল্প	কক্সবাজার	৩০	নাহিদ উদ্দিন আবুল হোসেন	তামা-কাসা-পিতল লোকবাদ্যযন্ত্র	সোনারগাঁও

পরিশিষ্ট-খ

লোকজ উৎসবের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানমালা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানমালা:

বিগত ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত (০৪ মাঘ ১৪২৯ থেকে ০৩ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ) অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩।

ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অসীম কুমার উকিল, জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর এবং সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে লোকজ বাদ্যযন্ত্র (বাঁশের বাঁশি) মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত উপস্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে লোকসংগীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ শফী মন্ডল এবং পল্লী বাউল সমাজ উন্নয়ন সংস্থার শিল্পীগোষ্ঠীবৃন্দ। পাশাপাশি দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীরা। এছাড়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনীতে সোনারগাঁ জি. আর. ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কনে দেখা, গায়ে হলুদ, পালকিতে বরযাত্রা, জামাইকে পিঠা খাওয়ানো, গ্রাম্য শালিশ শীর্ষক লোকজীবন প্রদর্শনী এবং বৌছি, এলাডিং বেলাডিং, ওপেনটি বায়স্কোপ, রুমাল চুরি খেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানমালা:

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ এর সমাপনী দিনে দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে লোকজ উৎসব অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীদের সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মেলার বিশেষ আকর্ষণে বাংলাদেশের ৬০ জন কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশন ৩২ টি স্টলে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সৃজনশীল প্রদর্শনী পর্যটকগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী সমারোহপূর্ণ আয়োজন লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব পরিদর্শনে হাজার হাজার দেশি-বিদেশি দর্শকের সমাগম ঘটে। তাঁরা মেলার জাদুঘরের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নিদর্শনসহ "ঐতিহ্যবাহী নকশিকাঁথা" শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী অবলোকনে বাঙালি জাতিসত্তাকে উপলব্দি করার প্রয়াস পান। মাসব্যাপী দীর্ঘ আয়োজনে ছিল আবহমান বাংলার লোকজীনের লুপ্তপ্রায় দৃশ্যবলীর প্রদর্শনী। ফাউন্ডেশনের স্টল বরাদ্দ থেকে ১১,২২,০০০.০০ টাকার ফরম বিক্রয় থেকে ২,২৫,৬০০.০০ টাকা এবং দর্শনার্থী প্রবেশ টিকিট থেকে প্রায় ৬৪,১০,৮০০ টাকা আয় হয়। এছাড়া মাসব্যাপী মেলায় আনুমানিক ০৫ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী বিকিকিনি হয়েছে বলে জানা যায়।

পরিশিষ্ট-গ
অন্যান্য দিবস ও অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ভাষা শহীদ স্মরণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের লালন কর্নারে জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি এবং ছোট্ট সোনামণিদের কণ্ঠে ভাষার গান পরিবেশিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়। এই দিন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর ১০৩ তম গৌরবোজ্জ্বল জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব মসয়ূদ মান্নান ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ইমরুল চৌধুরী। বৈকালিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী এবং জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি ও শিশু শিল্পীদের অঙ্কিত জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনী করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

২৬ মার্চ ২০২৩ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক এস.এম রেজাউল করিম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা ও মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর আলোচনাসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে লাইব্রেরিতে রচনা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, পুরষ্কার বিতরণ এবং দেশাত্মবোধক গানের আয়োজন করা হয়।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ২০২৩

২৫ শে বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনের মহানায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী ছায়া কর্মকার।

নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০২৩

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুলের ১২৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কন, স্মরণসভা, আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন

বাংলার মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৮ তম জন্মোৎসব ও ৪৭ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পাচার্যের কনিষ্ট পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব কাজী নূরুল ইসলাম, সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সোনারগাঁ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, প্রেস মিডিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনগণ। আলোচনা ও দোয়া মাহফিল শেষে লাইব্রেরি ভবনের সেমিনার কক্ষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের ওপর একটি ডকুমেন্টারী পরিবেশন করা হয়।

শহীদ শেখ রাসেল দিবস

“শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতিক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক” এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শহীদ শেখ রাসেল দিবস পালন করে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শেখ রাসেলের জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে এক বণ্যাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব বাবুল মিয়া।

বাংলা নববর্ষ

বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের এক অনন্য ধারা দেশের লোক-সংস্কৃতি। শিকড় সন্ধানী লোকজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখীমেলা ও বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। ষোল দিনব্যাপী বৈশাখীমেলা ও আনন্দোৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আবুল মনসুর। মেলায় আগত দর্শনাথীদের জন্য ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের নির্দশন হিসেবে জামদানি শাড়ির বিশেষ প্রর্দশনী ও বিভিন্ন কারুপণ্যের প্রদর্শন ও বিপণনের আয়োজন করা হয়। বৈশাখী মেলায় গ্রামবাংলার কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহীর শখের হাঁড়িশিল্পে সুশান্ত পাল, সঞ্জয় পাল, কারুশিল্পে শ্রী পরেশ চন্দ্র দাস, কাঠ খোদাইয়ে বীরেন্দ্র সূত্রধর প্রমুখ।

এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক অনুষ্ঠানসূচি

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন	১৮ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি (০৪ মাঘ-০৩ ফাল্গুন)
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন	২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয়	১৭ ই মার্চ (০৩ চৈত্র)

শিশু দিবস উদযাপন	
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন	২৬ মার্চ (১২ চৈত্র)
চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বাংলা নববর্ষবরণ উৎসব উদযাপন	১৪-২৯ এপ্রিল (১ বৈশাখ-১৬ বৈশাখ)
আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস	১৮ মে (৪ জ্যৈষ্ঠ)
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন	২৮ মে (১৪ জ্যৈষ্ঠ)
জাতীয় শোক দিবস পালন	১৫ আগস্ট (৩১ ভাদ্র)
মহান বিজয় উৎসব ও পৌষপার্বণ উদযাপন	১৬ ডিসেম্বর (১ পৌষ)
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা	২৯ ডিসেম্বর (১৪ পৌষ)

পরিশিষ্ট-ঘ

পদকপ্রাপ্ত লোককারু শিল্পীদের তালিকা

সাল	পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পী	জেলা	কারুপণ্য
২০১০	জনাব সুশান্ত কুমার পাল	রাজশাহী	শখের হাঁড়ি
	জনাব হোসনে আরা বেগম	সোনারগাঁও	নকশি কাঁথা
	জনাব আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর	সোনারগাঁও	কাঠের চিত্রিত হাতি,ঘোড়া,পুতুল
২০১৫	জনাব মো. রমজান আলী	রংপুর	শতরঞ্জি
	জনাব মো. শাহজাহান মিয়া	টাঙ্গাইল	বাঁশ-বেত
২০১৬	জনাব সবিতা রানী মোদী	মুন্সিগঞ্জ	শীতল পাটি
	জনাব সুধন্য চন্দ্র দাস	নারায়ণগঞ্জ	সরাচিত্র
	জনাব মো. মানিক সরকার	কুমিল্লা	তামা-কাঁসা-পিতল
	জনাব সুফিয়া আক্তার	ঢাকা	পাটের শিকা
২০১৭	জনাব শংকর মালাকার	মাগুরা	শোলাশিল্প
	জনাব শাহ আলম মিয়া	নারায়ণগঞ্জ	জামদানি
	জনাব বিশ্বনাথ পাল	নওগাঁ	টেপাপুতুল
২০১৮	জনাব সুচিত্রা রানী (মরণোত্তর)	সোনারগাঁও	নকশি হাতপাখা
	জনাব সুবোধ কুমার পাল	রাজশাহী	কাগজের মুখোশ শিল্প
	জনাব থুই চাং ম্রা খেয়াং	বান্দরবন	বয়ন শিল্প
	জনাব আবুল কালাম (মরণোত্তর)	চট্টগ্রাম	তালপাতার হাতপাখা
২০২১	জনাব চিন্তা হরন দেবনাথ	কুমিল্লা	বয়নশিল্প (খাদি কাপড়)
	জনাব বিশ্বেশ্বর পাল	পটুয়াখালী	মৃৎশিল্প (পটারি)
	জনাব শামসুন্নাহার	কিশোরগঞ্জ	নকশি পিঠা
২০২২	জনাব দেখন বালা বর্মণ	চাপাঁইনবাবগঞ্জ	আল্পনা অংকন
	জনাব পারভিন আক্তার	চাপাঁইনবাবগঞ্জ	সুজনী কাঁথা
	জনাব মিলন হোসেন	বগুড়া	রূপার অলঙ্কার
২০২৩	জনাব মোছা. রাশিদা বেগম	রংপুর	পাটজাত শিল্প
	জনাব রফিকুল ইসলাম	ঢাকা	রিকশা পেইন্টিং
	জনাব রেহানা বেগম	সিলেট	রেশম ও তাঁতশিল্প

পরিশিষ্ট-ঙ

২০২৩ সালের ক্রয়কৃত কারুপন্যের তালিকা

ক্র. নং	কারুশিল্পীর নাম	নির্দশনের নাম	অঞ্চল	মাধ্যম	সংখ্যা
০১	সুশান্ত কুমার পাল	শখের হাঁড়ি	রাজশাহী	মৃৎশিল্প	২টি
		নকশি সরা			২টি
০২	বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর	রাজাপুতুল	সোনারগাঁও	দারুশিল্প	১টি
		রানী পুতুল			১টি
০৩	রতন কুমার পাল	পটচিত্র (ক্যানভাস)	রাজশাহী	পটচিত্র	২টি
০৪	রাশিদা বেগম	ফ্লোর ম্যাট	রংপুর	পাটশিল্প	১টি
০৫	রিতারাণী সূত্রধর	শিকা	সোনারগাঁও	সুতা	২টি
০৬	রফিকুর ইসলাম	সুতার পাখা	সোনারগাঁও	দারুশিল্প	২টি
০৭	মোঃ বাপ্পারাজ	কাঠের আয়নার ফ্রেম	চট্টগ্রাম	তালপাতা	১টি
		তালপাতার পাখা			২টি
০৮	মোঃ মানিক সরকার	গোলাপ জলদানী	কুমিল্লা	তামা-কাঁসা	১টি
		বোতল (সুগন্ধির)			১টি
		বালতি ছোট			১টি
		আয়না			১টি
		যাতি			১টি
০৯	সুধন্য চন্দ্র দাস	নকশি সরা	নারায়ণগঞ্জ	মৃৎশিল্প	২টি
১০	পরেশ চন্দ্র দাস	মাতাল	সোনারগাঁও	বাঁশ/বেত	২টি
১১	আনোয়ার হোসেন	শতরঞ্জি	রংপুর	শতরঞ্জি	২টি
১২	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বাঁশের সের ছোট	গাজীপুর	বাঁশ/বেত	২টি
		বাঁশের সের বড়			২টি
১৩	মোঃ আবুল হোসেন	খমক	সোনারগাঁও	একতারা	২টি
		বড় একতারা			১টি
১৪	গলিবালা	চালনি (বড়)	ঠাকুরগাঁও	বাঁশ/বেত	১টি
		চালুনি (ছাট)			১টি
		ঢাকনা			১টি
		কাঠা			১টি
		কুলা			২টি
১৫	সুবোধ কুমার	হাতি	রাজশাহী	মৃৎশিল্প	১টি
		ঘোড়া			১টি
		পুতুল			৪টি
		চাকাওয়ালা ঘোড়া			১টি

১৬	সুনীল চন্দ্র কুমার	কুমিরের মডেল	কিশোরগঞ্জ	মৃৎশিল্প	১টি
		জেলের মডেল			১টি
		কলসী পুতুল মডেল			১টি
		ঘোড়ার পিঠে পুতুল			১টি
		কালো হাতি মডেল			১টি
		জিরাফের মডেল			১টি
১৭	সুচি	কাপড়ের পুতুল	ঢাকা	কাপড়ের পুতুল	৩টি
১৮	শাহজামান মিয়া	পলো	টাঙ্গাইল	বাঁশ/বেত	২টি
১৯	খোকন পাল	মাটির গরু	কিশোরগঞ্জ	মৃৎশিল্প	২টি
২০	অজিত কুমার	শীতলপাটির জায়নামাজ	মৌলভীবাজার	শীতলপাটি	১টি
		ওয়ালম্যাট			১টি
২১	অরুণ চন্দ্র দাস	শীতলপাটির জায়নামাজ	মৌলভীবাজার	শীতলপাটি	১টি
২২	রাশিদা বেগম	মানচিত্র ট্যাপেস্ট্রি	রংপুর	পাটজাত	১টি
		মানচিত্র			১টি
		জাতীয় শহীদ মিনার			১টি
		জাতীয় স্মৃতি সৌধ			১টি
				মোট	৬৭টি

পরিশিষ্ট-চ

সংগৃহিত বইয়ের তালিকা

ক্র.নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	বাংলার লোক সাধনা ১ম খন্ড	সোমব্রত সরকার
০২	বাংলার লোক সাধনা ২য় খন্ড	সোমব্রত সরকার
০৩	বাউল ফকির পদাবলি	শক্তিনাথ ঝা
০৪	লোক গান শিকরের ঘ্রাণ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়
০৫	হাছন রাজা সমগ্র	দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা
০৬	বাংলা ভাগ হল	জয়া চ্যাটার্জী
০৭	বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা	নুরুল ইসলাম
০৮	একাত্তর নির্যাতনের কড়চা	আতোয়ার রহমান
০৯	গ্রামবাংলার রুপান্তর সমাজ , অর্থনীতি এবং গণআন্দোলন	স্বপন আদনান
১০	উন্নয়নের অর্থনীতি	রিজওয়ানুল ইসলাম
১১	১৯৭১ এক সাধারণ লোকের কাহিনী	আব্দুল মান্নান খান
১২	বাংলাদেশের জন্ম	রাওফরমান আলী খান
১৩	ট্রেন টু পাকিস্তান	খুশবন্ত সিং
১৪	পাকিস্থানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর	মুনতাসীর মামুন
১৫	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
১৬	ইসরায়েলের পুত্রগণ	এম ইদ্রিস আলী
১৭	কার্পাস মহল থেকে শান্তি চুক্তি	আনন্দ বিকাশ চাকমা
১৮	The Cruel Birth of Bangladesh	Archer k Blood
১৯	Friends Not Masters	Mohammad Ayub Khan
২০	40 Years of Public Administration and governance in Bangladesh	Nizam Ahammed
২১	Democracy in Crisis	Masihur Rahman
২২	A stranger in my own country , East Pakistan 1969-1971	Khadim Hussain Raja
২৩	Political Parties in India	Abdur Razzak

২৪	Public Service Delivery	Nizam Ahamed
২৫	The Bangladesh Liberation War In Retrospect	A.K. Khandker S.R. Mirza
২৬	Surrender At Dacca Birth of Nation	Lt Gen Jfr Jacob
২৭	From Government to Governance	Mohammad Mohabbat Khan
২৮	Witness to Surrender	Siddiq Salik
২৯	Bangladesh National Culture and Heritage	A.F. Salahuddin Ahmed
৩০	Democracy in Bangladesh Political Dimensions of National Development	zillur R Khan Syed Saad Andaleeb
৩১	The Report of the Hamoodur Rehman Commission	Govt. of Pakistan
৩২	জুলফিকার আলী ভুট্টো দক্ষিণ এশিয়ার কুলীন রাজনীতির এক অধ্যায়	আলতাফ পারভেজ
৩৩	মন ও মনন	সৈয়দ আজিজুল হক
৩৪	কাঠগড়ায় রবীন্দ্রনাথ	শিশির ভট্টাচার্য্য
৩৫	উন্নয়নশীল দেশেরর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র একটি রুপরেখা	ওয়াজিদউদ্দিন মাহমুদ
৩৬	আলাঁ বাদিউ ইতিহাসের পুনর্জন্ম	গৌরাঙ্গ হালদার
৩৭	তরে ইয়েনসন লাতিন ভাষার কথা	জি এইচ হাবীব
৩৮	রুপসী বাংলার দুই কবি	পূর্ণেন্দু পত্রী
৩৯	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গ	রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
৪০	অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি	আকবার আলি খান
৪১	রাজনীতির মওলানা	মহিউদ্দীন আহমদ
৪২	মুহাম্মদ অমিয় বাণী	মুহাম্মদ ওহিদুল আলম
৪৩	চাবিকাঠির খোজে	আকবার আলি খান
৪৪	মক্কার পথ	মুহম্মদ আসাদ
৪৫	অন্ধকারের উতস হতে	আকবার আলি খান
৪৬	মওলানা রুমির আত্মদর্শন	মোস্তাক আহমাদ
৪৭	তুমি কীভাবে ভালো থাকবে শৈশব ও বয়সনিধকালে স্বাস্থ্যবিধি	ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী
৪৮	জাসদের উত্থান পতন অস্থির সময়ের রাজনীতি	মহিউদ্দীন আহমদ
৪৯	ফরাসি বিপ্লব ঘটনাক্রম ও পশ্চদপর	শিশির ভট্টাচার্য্য
৫০	অনন্য জীবনানন্দ	ফারুক মহিউদ্দীন
৫১	সিরাতে রাসুলল্লাহ (স.)	ইবনে ইসহাক
৫২	শিখ ধর্মের উত্থান এবং তার ঐতিহাসিক পথচলা	মুহাম্মদ তানিম নওশাদ
৫৩	সুন্দরবনের প্রকৃতিক ইতিহাস	এম এ আজিজ
৫৪	একাত্তর ও পঁচাত্তর	মহিউদ্দীন আহমদ
৫৫	বিপুলা পৃথিবী	আনিসুজ্জামান
৫৬	বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ	কামরুদ্দীন আহমদ
৫৭	পরার্থপরতার অর্থনীতি	আকবর আলী খান
৫৮	স্বাধীনতাযুদ্ধের গোপন বিদ্রোহী কমান্ডার মোয়াজ্জেম	মুহাম্মদ লুতফুল হক
৫৯	মার্কিন দলিলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	মিজানুর রহমান খান
৬০	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	মোহাম্মদ ফরাস উদ্দীন
৬১	মূলধারা একাত্তর	মইদুল হাসান
৬২	অথবাউল কথন	সিসিক্ষা
৬৩	ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডায়েরি (১৭৩০-১৯০৩)	অনুপম হায়াত
৬৪	বীরাঙ্গনার আত্মকথন	ড. শেখ আবদুস সালাম শিল্পী
৬৫	বাংলার বাউল দর্শন	ড. মো. সোলায়মান আলী সরকার
৬৬	একাত্তরের মুজিব	মহিউদ্দীন আহমদ

৬৭	ফিলিস্তিনের বুকে ইজরাইল	আসাদ পারভেজ
৬৮	সমাজ-ইতিহাস গ্রন্থমালা আত্মজীবনী ও অন্যান্য	সরদার ফজলুল করিম
৬৯	বাংলার বাউল দর্শন	ড. মো. সোলায়মান আলী সরকার
৭০	লালন ফকির ও তাঁর গান	অন্নদাশংকর রায়
৭১	হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি	জুবাইদা গুলশান আরা হেনা
৭২	বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা	মোতাহার হোসেন
৭৩	গ্রামের একাত্তর	আফসানা চৌধুরী
৭৪	রক্তাক্ত দিনগুলো ১৯৭৫-৮১	এম সাখাওয়াত হোসেন
৭৫	মুজিবনগর সরকার ও বর্তমান বাংলাদেশ	আকবর আলি খান
৭৬	আত্মপরিচয়ের সংকট ও আমাদের বাঙালিত্ব	মোরশেদ শফিউল হাসান
৭৭	জাতির জনকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা	মিঞা মুজিবুর রহমান
৭৮	স্বাধীনতার মহানায়ক	এম আর এ তাহা
৭৯	বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ	এস এম খাবীরুজ্জামান পি ইঞ্জ
৮০	নেভার স্টপ লার্নিং	আয়মান সাদিক

পরিশিষ্ট-ছ

বিনষ্টকৃত নথির তালিকা

ক্র.নং	নথির শ্রেণি	নথি নাম্বার	নথির শ্রেণি
০১	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৪.১০৭৮.১৭	গ
০২	ফাউন্ডেশনের কারুশিল্প প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি	৪৩.২৮.০০০০.১১১.২৫.৩৮৩.২০১৪	ঘ
০৩	কারুশিল্পী পদক প্রদান অবেদন গ্রহণ এবং কারুপণ্য ফেরত প্রদান সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৮.৪২৫.২০১৬	ঘ
০৪	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের গোপনীয় প্রতিবেদন	২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত	ঘ
০৫	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১৮.২০.২০১৬	ঘ
০৬	কর্মচারীদের ৪র্থ তলা আবাষিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য	ক-৪৩.০৭ থেকে ১৫-১৬	ঘ
০৭	কারুপল্লীর স্টল নির্ধারণ সংক্রান্ত	ক-৬১.২০১০	ঘ
০৮	গাড়ি ভাড়া ও জ্বালানী সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০০.১১১.২৬.৪৯৫.১৫	ঘ
০৯	মাসিক সমন্বয় সভা সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১১.০৬.৭৭৩.১৭	ঘ
১০	গাড়ী পাকিং সংক্রান্ত	গ-৩০.১০-১২,১৩-১৪,১৫-১৬	ঘ
১১	কৃষি সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১১.৯৯.৪২২.২০১৬	ঘ
১২	মোটরযান সংক্রান্ত	৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৮.১১৮৯.১১	ঘ

পরিশিষ্ট-জ

শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন পরিদর্শন

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংখ্যা	পরিদর্শনের তারিখ
১	নুনেরটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০ জন	৩১ ডিসেম্বন ২০২২
২	বাসাবো তিলাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০ জন	২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৩	বাবুস সালাম আব্দুল আযীয তাহফিজুল কোরআন মাদরাসা	৫০ জন	৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৪	বিডি ক্লিন সোনারগাঁও	১৫০ জন	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৫	আশারিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০ জন	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৬	জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলূম মাদরাসা	৫০ জন	১৭ মার্চ ২০২৩
৭	বালুয়াদিঘির পাড় হাফিজিয়া আলিয়া এতিমখানা	৩০ জন	১৮ মার্চ ২০২৩
৮	জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদরাসা	৬৫ জন	১৭ এপ্রিল ২০২৩
৯	১৮ নং মুছারচর বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০ জন	৩ জুন ২০২৩
১০	ভাষা থেরাপি সেন্টার এন্ড স্কুল	৭০ জন	২০ জুন ২০২৩

পরিশিষ্ট-ঝ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	টাকা	খাতের নাম	টাকা
১.সরকারি অনুদান	৪১৭.৭৩	১.বেতন ও ভাতাদি বাবদ	২৫৭.৬৫
২. প্রবেশ ফি	৪১৭.৩৬	২. অনুষ্ঠান উৎসবাদি	২৮.৯৯
৩. মেলার স্টল	১৩.৬৭	৩. প্রশাসনিক ব্যয়	১৭.৬৭
৪. ইজারা	২১.৩৪	৪. প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৩.০৭
৫. কোয়ার্টার ভাড়া	১.৬৭	৫. নিরাপত্তা	৪৭.৬৬
৬. স্টল ভাড়া	৭.১৪	৬. আনুতোষিক	৯৬.৪৮
৭. বিবিধ	১১.৯২	৭. অন্যান্য ব্যয়	২৬০.৪১
মোট ব্যয়	**৮৯০.৮৩**	**মোট ব্যয়**	**৭১১.৯৩**

পরিশিষ্ট-ঞ

চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার

প্রধান উদ্দেশ্য:

- জাদুঘর ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্পের নিদর্শন দ্রব্যের প্রদর্শন করা।
- ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুবিধা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যক দর্শনার্থীর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন নিশ্চিত করা।
- ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- লোক ঐতিহ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

* প্রকল্পের মেয়াদ : আরম্ভঃ জানুয়ারি ২০১৯ * সমাপ্তঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
* প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৭২৬.০৮ (একশত সাতচল্লিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার) টাকা
* প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:

ক) জাদুঘর ভবন নির্মাণ	ঝ) মাটির নিচে পানির রিজারভার নির্মাণ

খ) অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ	ঞ) ৬ ইঞ্চি ডিপ টিউবওয়েলসহ পানির লাইন বসানো
গ) লোকজ রেস্তোরাঁ কাম স্যুভিনির শপ নির্মাণ	ট) পাম্প হাউজ নির্মাণ
ঘ) বাংলো (রেস্ট হাউজ) নির্মাণ	ঠ) পানি নিষ্কাষণ
ঙ) লোকজ ঘাট নির্মাণ	ড) লেক পুনঃখনন
চ) সাব স্টেশন এবং জেনারেটর কক্ষ নির্মাণ	ঢ) লেকের পাড় রক্ষা
ছ) সাইট (মেলার ময়দান) উন্নয়ন	ত) ১০০ ফুট সেতু নির্মাণ
জ) পায়ে চলার রাস্তা নির্মাণ	থ) জাদুঘরের গ্যালারি ডেকোরেশন

চলমান প্রকল্পের উন্নয়ন অগ্রগতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশনে ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদশে লোক ও কারুশল্পি ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মিউজিয়াম ভবনের শতকরা ৪০ ভাগ, অডিটোরিয়ামের ৩৫ ভাগ, ক্যাফেটারিয়া-কাম-সুভিনিয়রশপ ৪৫ ভাগ, বাংলোর ৫০ ভাগ এবং বিশ্রামস্থান ও টয়লেটের ৫০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৫৫ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রগতি মোট প্রকল্পের শতকরা ২০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ২৫.৮৪ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ৪২ ভাগ।

প্রকল্পের নকশা

৪.০ আলোকচিত্র